দৈনিক খবর

তারিখ 03 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগত পরিদর্শক প্রসঙ্গে

আমি গাজীপুর জেলা প্রশাসকের নির্দেশে (১৬৬৯৩ স্বাক্ষরিত) ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ কেন্দ্রে পরিদর্শক টীম এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৩ সনের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করি। নিয়োগপত্রে বহিরাগত পরিদর্শকের ভ্রমণভাতা বিল বোর্ড প্রদান করবে উল্লেখ আছে। অনেক দিনতো গেলো, এই বিল কোন্ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে কোনো নির্দেশ এলো না, না জেলা প্রশাসক থেকে, না বোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে। আরো কথা থাকে, ভ্রমণভাতাতো ভ্রমণের জন্যে, আমরা যে হলে হলে দায়িত্ব পালন করলাম তার সম্মানী কোথায় যাবে? নাকি আমাদেরকে এজন্যে অফিসে অফিসে তদবিরের দায়িত্ব পালন করতে হবে? এমন অভ্যেস এই লেখকের নেই, যার জন্যে তিন-চার বছর পরও ব্যবহারিক পরীক্ষা পরিচালনার সম্মানী পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনের সম্মানী পাওয়ার দাবী জাতীয় দায়িত্ব পালন মনে করে তুলে নেয়া যেতো যদি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান (কলেজের অধ্যক্ষ) কর্তৃক আমার প্রতি টাঙ্গাইল-জামালপুইর‍্যা কামলার প্রতি যে ব্যবহার দেখানো হয় তাও দেখানো হতো! ১৭-৬-৯৩ থেকে ১৪-৭-৯৩ ন্যূগাদ ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ কেন্দ্রে। পরম পূজনীয় অধ্যক্ষ সাহেব একদিনও জিজ্ঞেস করলেন না, এই তুই ক্যাডা! প্রথমদিন নিজেকে সম্মানিত পরিদর্শক হিসেবে পরিচয়দান করতে গেয়েছিলাম। ইনি আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনো এক বাবুর নাম এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যেনো আমি চাকরির দরখাস্ত জমা দিতে গেছি। উচ্চ-বাচ্য করিনি- কোনো কোনো অধ্যক্ষ আবার দেশের শিক্ষকদের অধস্তন কর্মচারী হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। মানবিক গুণাবলীর অনেক কিছুই অনুপস্থিত এমন সবের মধ্যে।

হ্যাঁ। একদিন আমাদের ডাক পড়লো অধ্যক্ষের চেম্বারে। ভাবলাম, আজ বুঝি আমাদের কিছু ভালো ব্যবহার দেখাবেন! দেখালেন। ক'জন ভালোমানুষ ভালো ভালো কিছু খাচ্ছেন অধ্যক্ষের সামনে বসে। কোন বাবু আমাদের সামনে এনে দিলেন কিছু। এক বৈঠকে দু'ধরনের আপ্যায়ন পছন্দ করিনে-আমি প্রত্যাখ্যান করে চলে এলাম। এবারেও অধ্যক্ষ সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, এমন নজরে পড়েনি।

বিষয়গুলো আমার কলেজের অধ্যক্ষকে জানাই। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তার পাশে বসা আমাদের কলেজের এক শিক্ষক মন্তব্য করেন, 'সম্মান আদায় করে নিতে হয়।' না-আ-আ-আ! অসভ্যরা অভদ্ররা অসভ্যদের অভদ্রদের কাছ থেকে তথাকথিত সম্মান আদায় করে নেয়। আমরা সম্মান আদায় করে নেতিতে জানিনে। আদায় করে নেয়া সম্মান- সম্মান নয়।

সংবাদ-এর গাজীপুর সংবাদদাতা বাবু মুকুল কুমার মল্লিক জানালেন, টঙ্গী কলেজের অধ্যক্ষ নাকি তাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো। আমাদের নিয়োগকর্তা (গাজীপুর জেলা প্রশাসন) অবশ্যি আমাদের খোঁজ-খবর নিতে পারতেন।

অবশ্যি, ভাওয়াল কলেজের এম এ বারীসহ (ইত্তেফাক সংবাদদাতা) কিছু শিক্ষক ও কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি জিএস সদ্ব্যবহার না দেখালে দায়িত্ব পালনক্ষেত্র আরো বিষময় হতো। এমন দায়িত্ব যদি আর কোনদিন ঘাড়ে পড়ে, আর এমন অবস্থা যদি কোনদিন হয়-অন্য কারো কপালে নয়- নিজের চাকরির কপালেই লাথি মেরে চলে আসবো।

জে এইচ মোল্যা
জীববিজ্ঞান বিভাগ
টঙ্গী সরকারী কলেজ
টঙ্গী, গাজীপুর।